সংবাদ

তারিখ ... 06 MAR 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শ্যামনগরে প্রশ্ন ফাঁস কাণ্ডে জড়িতরা ধরাছোঁয়ার বাইরে

মাধ্যমিক শিক্ষা কর্তার ভূমিকা রহস্যজনক

প্রতিনিধি, সাতক্ষীরা

সাতক্ষীরার শ্যামনগরের আলোচিত প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় জড়িতরা রয়ে গেছেন ধরাছোঁয়ার বাইরে। আর এ জন্য শ্যামনগরের সচেতনমহল উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারকেই দায়ী করেছেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার জন্য উপজেলা শিক্ষা অফিসারকে নির্দেশ দিলেও তিনি তা না করে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় যারা জড়িত তাদের ডেকে এক সভায় শুধু এলার্ট করে দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন।

জানা গেছে, সম্প্রতি শেষ হওয়া মাধ্যমিক স্তরের পরীক্ষাতে শ্যামনগরের নুরনগর আশালতা মাধ্যমিক বিদ্যালয়সহ একাধিক মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাতে অংকের প্রশ্ন পত্র ফাঁস হয়ে যায়। আর এ ফাঁসকৃত প্রশ্নপত্রে পরীক্ষাও চলে।

তবে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার দাবি করেছেন পরদিন হাতের লেখা প্রশ্নপত্রে আবারও পরীক্ষা নেয়া হয়েছিল। বিষয়টি নিয়ে তখন ব্যাপক আলোচনা সমালোচনা শুরু হয়। এ ঘটনার সাথে কয়েকজন শিক্ষক, কোচিং সেন্টার ও শ্যামনগরের প্রভাবশালী এক বই বিক্রেতা জড়িত থাকার খবর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। বিষয়টি নিয়ে একাধিক পত্র পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশ হওয়ার পর উপজেলা প্রশাসন বিষয়টি আমলে নিয়ে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার রবিউল ইসলামকে প্রধান করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। এর পর তদন্ত সম্পন্ন হয়। তদন্তে তিনি এর সত্যতাও পান। সত্যতা পাওয়ার পর তিনি বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে অবহিত করলে তিনি এ বিষয়ে আইনগত ব্যবসস্থা নেয়ার জন্য বলেন। কিন্তু উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় যারা জড়িত তাদের তাদের বিরুদ্ধে তেমন কোন ব্যবস্থা না নিয়ে জড়িতদের ডেকে এক সভায় শুধু তাদের এলার্ট করে দেন যাতে এ ধরনের ঘটনা আর না ঘটে। এই গ্রুপটি বার বার বিভিন্ন অপকর্মে জড়িত থাকায় উপজেলার সচেতন মহল এই গ্রুপটির শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

শ্যামনগর উপজেলা পুস্তক প্রকাশক সমিতির সাধারন সম্পাদক ও রোকন বুক ডিপোর স্বত্বাধিকারী রোকন উদ্দিন জানান, প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার সাথে আমি বা আমার কোন আত্মীয় স্বজন জড়িত নয়। এ ব্যাপারে কি হয়েছে তাও তিনি জানেননা বলে জানান।

আব্দুল হাকিমসহ একাধিক সচেতন নাগরিক জানান, বিষয়টি খুবই দুঃখজনক। উপজেলা নির্বাহী অফিসার আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার কথা বললেও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার তা করেননি।

এ ব্যাপারে তিনি কোন নিরপেক্ষতার পরিচয় দেননি বরং তার ভূমিকা রহস্যময়।

আর এর জন্য তিনিই দায়ী বলে তারা আরো জানিয়েছেন।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার কথা বললেও শিক্ষা অফিসার রবিউল ইসলাম তা কেন নেননি এমন প্রশ্নের জবাবে রবিউল ইসলাম জানান, আমাকে কোন আইনগত ব্যবস্থা বা মামলা নেয়ার কথা বলা হয়নি। তিনি জানান, সমস্ত প্রতিষ্ঠান প্রধানদের ডেকে তাদেও এলার্ট করে দেয়া হয়েছে। তিনি আরো জানন, সরকারি নিয়ম বাস্তবায়ন করার জন্য যা কিছু করার দরকার তিনি তাই করেছেন বলে জানান।

এ ব্যাপারে শ্যামনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আবু সায়েদ মোঃ মনজুর আলম জানান, এ ঘটনার সত্যতা পাওয়াায় জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা (মামলা দায়ের) নেয়ার জন্য উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তিনি আরো জানান, রোববার এ বিষয়ে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার তার অফিসে এসে জড়িতদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নিলেন তা জানাবেন।